খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ১১ জুলাই ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

শুরুতে হুযুর সুরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন যার অনুবাদ হল রমজান সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছে কুরআন। যা মানব জাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান। এবং সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে কেউ এ মাসকে পায় সে যেন এতে রোজা রাখে কিন্তু যে কেউ রুগ্ন বা সফরে থাকে তাহলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ চান, তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন কর, এজন্য যে তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন। এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

কুরআন শরীফের গুরুত্ব, এর পদমর্যাদা, এর শিক্ষা মেনে চলার গুরুত্ব, কীভাবে এর সে শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে, কাদের জন্য এটি প্রাণপদ বা জীবিত করার কারণ হয়ে থাকে, মানব জীবনের ওপর এর কী কী প্রভাব পড়ে। এক কথায় অনেক এমন বিষয় আছে যার বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে দিয়েছেন আমাদের কল্যাণার্থে। এর উদ্দেশ্য হল আমরা এই মহান শরীয়ত গ্রন্থ অনুসরণ করি কেবল আমাদের আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থার বিধানই করব না বরং যেন আমাদের জাগতিক উন্নতিরও পথ এর মাধ্যমে সুগম হয়।

আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এটিকে রমজানের মাসের সাথে সম্পৃক্ত করে কুরআনী কল্যাণের রমজানের সাথে এক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। রমজানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে রমজানের গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। "শাহরু রামাজানাল্লাযী উনযিলা ফীহিল কুরআন" বলে আল্লাহ্ তা'লা এই কথা স্পষ্ট করছেন যে, শরীয়তের এই শেষ এবং কামেল গ্রন্থের সম্পর্ক হল রমজানের সাথে। যে ব্যক্তি ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চায়, যে এই শেষ এবং সম্পূর্ণ শরীয়ত গ্রন্থকে পৃথিবীতে প্রচার এবং প্রসার করতে চায় আর চায় যে পৃথিবীবাসী এই সম্পর্কে অবগত হোক, যে নিজেকে মহানবী (সা.) এর যুগে নিয়ে যেতে চায়, যে খোদার নৈকট্য অর্জন করতে চায়, আর "ফা ইন্নী কারীব" ধ্বনী যে শুনতে চায়, তার রমজান এবং কুরআন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ দুটোর আন্তঃসম্পর্ক এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকা চাই। যে দূরত্ব সাধারণতঃ অনেক দীর্ঘ মনে হয় এ মাসে সেটিকে সংকুচিত করা হয়েছে, ছোট করা হয়েছে সেই দূরত্ব। এ মাস থেকে যতটা কল্যাণ লুফে নেয়া যায় মো'মেনের তা হস্তগত করার চেষ্টা করা উচিত। এই আয়াত সম্পর্কে মুফাস্সেররা লিখেছেন বা আয়াতের এই অংশ সম্পর্কে তারা লিখেছেন যে, এ সম্পর্কে কুরআনে বিশেষভাবে শিক্ষামালা অবতীর্ণ করা হয়েছে। হযরত আকদাস মসীহে মাওউদ (আ.) ও বলেছেন যে, "শাহ্রু রামাজানাল্লাযী উনযিলা ফীহিল কুরআন" এই একমাত্র বাক্যের মাধ্যমেই রমজানের মাহাত্ম্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন এই মাহাত্ম্যের কারণে রমজানের পুরস্কার এবং প্রতিদানও অসাধারণ। কিন্তু শুধু তাদের জন্য যারা রোজা এবং কুরআনের এই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব পালন করে এবং তা হল রোজা রাখার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআন নিয়ে ভাবা তফসীর পড়া প্রণিধান করা কেননা আমার যতটা জানা আছে আমি খতিয়ে দেখেছি, আমাদের অনেকে এমন আছে একটা বিরাট সংখ্যা এমন আছে যারা রমযানেও কুরআন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে না বা করার

চেষ্টা করে না। পুরো কুরআন শরীফ পড়ে না, যে মনোযোগের সাথে পড়া উচিত সেভাবে পড়ে না। পড়লেও অমনোযোগে কিছুটা পড়ে নেয়। যাই হোক এদিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া "শাহরু রামাজানাল্লাযী উনযিলা ফীহিল কুরআন এর আরেকটি অর্থ হলো এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়েছে। হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত, জিব্রাঈল প্রত্যেক বছর রমযানে প্রতি রাতে মহানবী (সা.)-এর সাথে কুরআনের অবতীর্ণ অংশ বা যে অংশ নাযিল হয়েছে সে অংশের পুনরাবৃত্তি করতেন। তাঁর ইন্তেকালের বছর দু'বার পুরো কুরআন পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অতএব মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং আল্লাহ্ তালার বিশেষ ইচ্ছায় তাঁর এই কর্মপন্থা বা তাঁর এই রীতি এদিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, আমরা যেন অন্তত পক্ষে রমযানে পুরো কুরআন একবার শেষ করি। আর যেভাবে আমি বলেছি এটি নিয়ে ভাবুনও চিন্তা করুন, প্রণিধান করুন তাহলেই খোদার নির্দেশ 'হুদাল্লিন্নাস' এর মান্যকারী হবো। অর্থাৎ যদি আমরা চিন্তা করি, ভাবি, পড়ি, বোঝার চেষ্টা করি যে, কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়েত বা সঠিক পথের দিশারী তাদের জন্য তাদেরকে এটি সঠিক পথের দিশা দেয় যারা কুরআন থেকে পথের দিশা পেতে চায়। বোঝা এবং পড়া ছাড়া তো সঠিক পথের দিশা পাওয়া বা হেদায়েত পাওয়া সম্ভব নয় তাই এটি পাঠ করা এটি বোঝা আবশ্যক।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'হুদাল্লিন্নাস ওয়া বাইয়্যেনাতিম্মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান' সম্পর্কে বলেন, কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রথমতঃ যে ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের জানা ছিল না তার পানে পথের দিশা দেয়। দ্বিতীয়তঃ যে সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্বে কিছু সংক্ষিপ্ততা ছিল সংক্ষিপ্ত ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। তৃতীয়তঃ যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ এবং বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়েছিল সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তসূচক কথা বলে সত্য মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট করে। অতএব এটি এমন একটি সম্পূর্ণ ও পরিপূরক গ্রন্থ যার কোন সমকক্ষ নেই । যাতে সব কিছু পুরো পুরি বর্ণনা করা হয়েছে সকল পুরনো ধর্মের ঘাটতি পূরণ করেছে। আমাদের প্রতি আল্লাহ্তা'লার এটি এক মহান অনুগ্রহ যে, তিনি এ যুগে আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে মানার বা গ্রহণ করার তৌফীক দিয়েছেন। আর এ সুযোগ দিয়ে তাঁর কল্যাণে কুরআনের গুরুত্ব ও তত্ত্ব বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কুরআনের জ্ঞান ও তত্ত্ব ভাণ্ডার তিনি আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। এর সঠিক জ্ঞান এবং বুৎপত্তি তাঁর গ্রন্থ পাঠেই লাভ হয় বা হতে পারে। যাই হোক এখন আমি কুরআন সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। যার মাধ্যমে কুরআনের মর্যাদা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হয় এবং আমাদের দায়িত্বের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। যেন এ কথাগুলো সামনে রেখে কুরআন পঠন পাঠন এবং কুরআনী শিক্ষাকে কাজে রূপায়িত করার প্রতি মনোযোগী হতে পারে। আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তার শুধু এতটুকু অংশের সামান্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলাম। এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। তিনি বলেন, খাতামান্নাবীঈন যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য ব্যবহার হয়েছে। এটি যা চায় তা সহজাতভাবে এ শব্দের যে অর্থ তা হলো, যে গ্রন্থ মহানবী (সা.)-এর উপর নাযিল হয়েছে তাও খাতামুল কুতুব হওয়া আবশ্যক আর এতে সকল পরাকাষ্ঠা থাকা চাই। আর সত্যিকার অর্থে রয়েছে। কেননা সত্যিকার অর্থে ঐশীবাণী অবতির্ণ হবার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি হলো, যে পর্যায়ের পবিত্রকরণ শক্তি এবং আধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠা সে ব্যক্তির থেকে থাকে সে বাণীর পবিত্রকরণ শক্তি এবং মহিমাও সে পর্যায়েরই হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি এবং আধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠা যেহেতু পরম উন্নত পর্যায়ে ছিল যার চেয়ে বেশি কখনও কোন মানবের ছিল না আর ভবিষ্যতেও হবে না। তাই কুরআন করীম পূর্বের সকল বই পুস্তক এবং ঐশী গ্রন্থের মাঝে এই উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যেখানে অন্য কোন গ্রন্থ পৌঁছতে পারে নি কেননা মুহাম্মদ (সা.)-এর যোগ্যতা এবং পবিত্রকরণ শক্তি ছিল সবচেয়ে বেশি আর সকল পরাকাষ্ঠার তিনিই ছিলেন শিখরে। তিনি (সা.) পরম মার্গে উপনীত ছিলেন এ পর্যায়ে যে, কোরআন শরীফ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পরম মার্গে উপনীত ছিল।

যেভাবে নবুয়্যতের উৎকর্ষতা তাঁর সত্তায় শেষ হয়েছে অনুরূপভাবে ধর্মীয় গ্রন্থের নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্যাবলী কুরআনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তিনি খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছেন। আর তাঁর গ্রন্থ খাতামুল কুতুব প্রমাণিত হয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থ বা বাণীর নিদর্শনমূলক হবার যতটা ভাবা যায় সেসবের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর গ্রন্থ পরম মার্গে উপনীত। তা সে বাগ্মিতার দিক থেকেই হোক বা বিষয়ভিত্তিক ক্রমবিন্যাসের দিক থেকেই হোক, শিক্ষার দিক থেকেই হোক, আর শিক্ষার পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকেই হোক বা শিক্ষার ফলপ্রসূ হবার দিক থেকেই হোক বস্তুত যে দিক থেকেই দেখ না কেন দেখতে পাবে কুরআন শরীফ হচ্ছে পূর্ণতম ও সর্বোত্তম। এ কোরআন শরীফ কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অতুলনীয় হবার দাবী করে নি বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই অতুলনীয় হবার দাবী করেছে। যে দিক থেকেই চাও কোরআনের প্রতিদ্বন্দিতা কর তা সে বাগ্মিতার দিক থেকেই হোক বা অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকেই হোক বা শিক্ষার দিক থেকেই হোক বা কোরআনে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্তই হোক এক কথায় যে দিক থেকেই তাকাও না কেন এটি একটি মোজেযা বা নিদর্শন। এরপর কুরআন শরীফের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ মাওউদ (আ.) আমাদের মনোযোগ এভাবে আকর্ষণ করেছেন, যদি আমাদের হাতে কুরআন না হতো আর যদি একমাত্র হাদীসের এই সংকলনই ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাদের গর্বের বিষয় হতো তাহলে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে লজ্জায় মুখও দেখানোর যোগ্য থাকতাম না। অর্থাৎ যদি শুধু হাদীসের উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে তিনি বলেন, যখন আমি কুরআন শব্দ সম্পর্কে ভেবেছি তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, এই কল্যাণমণ্ডিত শব্দে এক অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত আছে তা হলো, এটিই কুরআন অর্থাৎ একমাত্র পড়ার যোগ্য গ্রন্থ । আর এক যুগে আরো বেশি পড়ার যোগ্যতা লাভ করবে এটি যখন অন্যান্য গ্রন্থের পাশাপাশি মানুষ পাঠ করবে তখন ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য এবং বাতেলকে নির্মূল করার জন্য এই একমাত্র গ্রন্থই পাঠের যোগ্য হবে আর অন্যান্য গ্রন্থ পরিত্যাগের যোগ্য হবে ফুরকান শব্দের এটিই অর্থ। অর্থাৎ এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী প্রমাণিত হবে। হাদীসের কোন বই বা অন্য কোন গ্রন্থ এর সমপর্যায়ের হবে না। তাই এখন অন্য সকল গ্রন্থ পরিত্যাগ কর আর দিবা রাত্র আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ কর। বড় বেঈমান সে যে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে না আর দিবা রাত্র অন্যান্য কিতাবেই মত্ত থাকে। আমাদের জামাতের উচিত সর্বান্তকরণে কুরআন সম্পর্কে প্রণিধান করা আর হাদীসের পিছনে সময় নষ্ট করা যেন ছেড়ে দেয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়, হাদীসের উপর যেভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় সেভাবে কোরআনের পঠন পাঠন বা কুরআনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না।

এখন কুরআনের অস্ত্র হাতে নাও তাহলে বিজয় তোমাদের। এই আলোর সামনে কোন অন্ধকার দাঁড়াতে পারে না। এরপর সংশোধনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পরিবর্তন ও সংশোধন কীভাবে সম্ভব? এর উত্তর তাই। অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমে যা প্রকৃত দোয়া, প্রথম কথা হলো নামায। তিনি বলেন, কুরআন সম্পর্কে ভাব, প্রণিধান কর। এতে সবকিছুই অন্তর্নিহিত আছে। পাপ পুণ্যের বিশদ বিবরণ রয়েছে আর ভবিষ্যত সংবাদ রয়েছে। তাই প্রথম কথা হলো নামাযের প্রতি মনোযোগ দাও আর এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে বাজামাত নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া চাই আর কুরআনের যেহেতু রমযানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এ দিনগুলোতে পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করেন ভাবার এবং প্রণিধানের অভ্যাস গড়ে তোলেন আর সে শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যদি অভ্যাস গড়ে তোলেন তাহলে এটি ভবিষ্যতেও কাজে আসবে। তিনি বলেন, এতে পাপ পুণ্যের বিশদ বিবরণ রয়েছে আর ভবিষ্যতের সংবাদ ইত্যাদি রয়েছে। ভাল ভাবে জেনে নাও কুরআন শরীফ সেই ধর্ম উপস্থাপন করে যার সম্পর্কে আপত্তি করা চলে না এর কল্যাণরাজী এবং ফল-ফলাদি সকল যুগে লাভ হয়। ইঞ্জিলে উৎকর্ষ ধর্ম উপস্থাপন করা হয় নি। এর শিক্ষা সে যুগের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও সকল যুগের জন্য নয়। কেবল কুরআনই এ গর্ব করতে পারে যে, আল্লাহ্‌তা'লা এতে সকল যুগের চিকিৎসা প্রস্তাব করেছেন আর সকল শক্তিবৃত্তির সঠিক লালন পালন করেছেন, আর যে পাপ প্রকাশীত তা দূরীভূত করার

রীতিও শিখিয়েছেন তাই কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক দোয়া অব্যাহত রাখ। তোমার চাল চলনকে এর শিক্ষার অধিনস্ত করার চেষ্টা কর।

জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, তোমরা সাবধান থেকো, আল্লাহ্‌তা'লার শিক্ষা এবং কুরআনের দিক নির্দেশনার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে না। আমি সত্য সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি কুরআনের সাত শত নির্দেশের মাঝে একটি তুচ্ছ নির্দেশকেও অবজ্ঞা করে সে মুক্তির দ্বার নিজের জন্য নিজ হাতেই বন্ধ করে দেয়। প্রকৃত ও উৎকর্ষ মুক্তির পথ কুরআন উন্মোচন করেছে বাকি সব এর ছায়া স্বরূপ ছিল তাই কুরআনকে মনোযোগ সহ পড় এবং একে গভীরভাবে ভালোবাস। এমন ভালোবাসা কুরআনকে দাও যা কাউকে দাওনি। কেননা যেভাবে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, **"আল খাইরু কুল্লুহু ফিল কুরআন"**। সকল প্রকার কল্যাণ কুরআনেই নিহিত। এটি সত্য কথা, পরিতাপ তাদের জন্য যারা অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয়। তোমাদের সকল সাফল্য ও মুক্তির উৎসস্থল হলো **'কুরআন'**। তোমাদের এমন কোন ধর্মীয় চাওয়া পাওয়া নেই যা কুরআন পূর্ণ করতে পারে না। কিয়ামত দিবসে তোমাদের ঈমানের সত্যায়নকারী বা প্রত্যাক্ষাণকারী হবে কুরআন। আর এ কুরআন-ই বলবে তোমাদের ঈমান কেমন ছিল। তোমাদের সত্যায়ন করবে বা তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তিনি বলেন, আকাশের নীচে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যা কুরআনকে বাদ দিয়ে তোমাদের হেদায়েত দিতে পারে। যতক্ষণ সেই গ্রন্থে কুরআনী শিক্ষার উল্লেখ না থাকবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের উপর অপার অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদেরকে কুরআনের মত গ্রন্থ দিয়ে। আমি সত্য সত্যই বলছি, যে গ্রন্থ তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা যদি খৃস্টানদের দেওয়া হতো তাহলে তারা ধ্বংস হতো না, যে নেয়ামত ও হেদায়েত তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তা তওরাতের জায়গায় ইহুদীদেরকে দেওয়া হলে তাদের কোন কোন ফেরকা কিয়ামতের অস্বীকারকারী হতো না। তাই সেই নেয়ামতকে মূল্যায়ন করো না যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এটি উৎকর্ষ একটি সম্পদ যদি কুরআন নাযিল না হতো তাহলে সারা পৃথিবী একটি নোংরা মাংস পিণ্ডে তুল্য হতো। কুরআন শরীফ এমন গ্রন্থ তার প্রতিদ্বন্দিতায় সমস্ত হেদায়েত তুচ্ছ। কুরআনের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, কুরআন মজীদ এমন এক পবিত্র গ্রন্থ যা তখন ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়েছে যখন সর্বত্র বড় বড় নৈরাজ্য বিরাজমান ছিল। বিশ্বাস ও কর্মগত অনেক ভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রায় সকলেই কুকর্ম এবং অবিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল। এদিকেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে ইঙ্গিত করেছেন, **'যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহর'** অর্থাৎ কোন গ্রন্থের অনুসারীই হোক বা অন্য মানুষ হোক সকলেই অবিশ্বাস এবং কুবিশ্বাসে লিপ্ত ও নিমজ্জিত ছিল। পৃথিবীতে এক অসাধারণ নৈরাজ্য বিরাজমান ছিল। এককথায় এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা সকল মিথ্যা বিশ্বাস খণ্ডনের জন্য কুরআনের মত উৎকর্ষ গ্রন্থ আমাদের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন যাতে সকল ভ্রান্ত ধর্মের খণ্ডন রয়েছে বিশেষ করে সূরা ফাতিহায় যা পাঁচ বেলার প্রত্যেক নামাযে, প্রত্যেক রাকাতো পঠিত হয়। ইঙ্গিতে এতে সকল বিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এটি সত্য কথা, অধিকাংশ মুসলামন কুরআন শরীফকে বিসর্জন দিয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআনের জ্যোতি ও কল্যাণরাজী আর কার্যকারিতা চিরঞ্জিব ও চির সতেজ।

এখন আমি এই প্রমাণ দেবার জন্য প্রেরিত হয়েছি আর আল্লাহ্ তা'লা সব সময় স্বীয় বান্দাদের প্রেরণ ও সাহায্যের জন্য প্রেরিত হয়ে আসছেন। কেননা তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, **'ইন্না নাহ্নু নায্‌যাল নায্‌যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফিযুন'** অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরাই এই যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি আর আমরাই এর হেফাযতকারী। কুরআন সুরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন তা তওরাত বা অন্য কোন গ্রন্থের জন্য দেয়া হয় নি। তাই এই সকল গ্রন্থে মানবীয় ধূর্ততা আপনা কারসাজি দেখিয়েছে। কুরআন শরীফের হেফাযতের এটি অসাধারণ একটি মাধ্যম যে, সকল যুগেই এর কার্যকারিতার নিত্য নতুন ও সতেজ সাক্ষ্য

প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ইহুদীরা যেহেতু তওরাতকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছিল তাই তাদের মাঝে এর কোন প্রভাব বা কার্যকারিতা দেখা যায় না, যা তাদের মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করে।

এরপর বেদনার সাথে তিনি একটা নসীহত করেছেন, তিনি বলেন, তোমাদের জন্য আবশ্যকীয় হলো, কুরআনের সাথে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় আচরণ করো না। কেননা এতেই তোমাদের জীবন নিহিত। যারা কুরআনকে সম্মান দেবে তারা উর্ধ্বলোকে সম্মান পাবে। যারা সকল হাদীস ও সকল কথার উপর কুরআনকে প্রাধান্য দেবে তাদেরকে উর্ধ্বলোকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। মানব জাতির জন্য ভূ-পৃষ্ঠে এখন কুরআন ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ নাই। আর সকল আদম সন্তানের জন্য মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ছাড়া কোন রসূল বা শাফায়াতকারী নেই।

এই কয়েকটি উদ্ধৃতি কুরআন করীমের গুরুত্ব এবং তেলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ এবং কুরআনের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হবার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমি পড়েছি যেন আমাদের সকলের এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। আর আমরা রমযানের এই গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার থেকে লাভবান হতে পারি। আমি যেভাবে বলেছি, এটি পড়ুন, ভাবুন। যারা কোন কোন অংশ মুখস্থ করেছেন হয়তো তারা ভুলে গেছেন সেগুলোকে পুনরায় স্মৃতিতে জাগ্রত করার চেষ্টা করুন। আর যে সমস্ত শিক্ষা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে সেগুলোর উপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতিষ্ঠিত হবার তৌফীক দিন।

এখন নামাযের পর দুটি জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হাযের যা আমাদের কলিম আহমদ ওসিম সাহেবের । যিনি এম.টি.এ এর কর্মি ছিলেন। ৬ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৪ বছর বয়সে যিনি ইন্তেকাল করেছেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন**। তিনি মরহুম হাজি মোহাম্মদ দ্বীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। যিনি কাদিয়ানের দরবেশ। শাহরানপুরের সৈয়্যদ সাদেক আলী সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন।একইভাবে মোবারক সাকিব সাহেবের জামাতা ছিলেন তিনি, যিনি একসময় ওকীলুত তবশীরও ছিলেন। দ্বিতীয় জানাযা আমেরিকা নিবাসী জনাব আলহাজ্ব হাসান জাকি বশীর উদ্দিন সাহেব এর গায়েবানা জানাযা হবে। প্রথম জানাযা হাযের পড়াবো। ২০১৪ সালের ২২ শে জুন তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন। কয়েক বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন কিন্তু কখনও চেহারায় কোন প্রকার মালিন্য প্রকাশ পেতে দেননি। ধৈর্য এবং অবিচলতার সাথে রোগের মোকাবেলা করতে থাকেন। ২৬ শে জুন ১৯২৯ সনে এক খৃষ্টান ঘরে তার জন্ম হয়। আশৈশব ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ছিল। যৌবনে ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং অধ্যয়নের সুবাদে আহমদীয়াত সম্পর্কে তিনি অবহিত হন। ১৯ বছর বয়সে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আল্লাহতা'লার সত্তায় তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অত্যন্ত ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ মো'মেন তিনি ছিলেন। মো'মেনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি তিনি ছিলেন।খেলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল।শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী এবং চার সন্তান সন্ততি রেখে গেছেন। আল্লাহতা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। সন্তান সন্ততিকে পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফীক দিন।